প্রথম আলো

তারিখ 27 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

জগন্নাথ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দুই উপাচার্যের শেষ কর্মদিবসেও নিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপাচার্য শেষ কর্মদিবসে নিয়োগ ও পদোন্নতি দিয়েছেন। এ নিয়ে ওই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা চলছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী নিয়োগকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরে ভাঙচুর, অবরোধের মতো ঘটনা ঘটেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মেসবাহউদ্দিন আহমেদ শেষ কর্মদিবসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ২৬ কর্মচারীকে নিয়োগ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আটজন স্থায়ী নিয়োগ পেয়েছেন, বাকিরা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পান। এ ছাড়া সিন্ডিকেট সভা ছাড়াই অবৈধভাবে ৯৫ কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন কর্মচারীর নিয়োগপত্রে প্রায় এক মাস আগের তারিখ দেখা গেছে।

গত শনিবার ছিল উপাচার্যের শেষ কর্মদিবস। ওই দিন এবং তার আগে গত বুধবার তিনি এসব নিয়োগ সম্পন্ন করেন। ২০০৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মেসবাহউদ্দিন চার বছরের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ পান।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, শাখা ছাত্রলীগের চাপে উপাচার্য এই সিদ্ধান্ত নেন। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের স্ত্রীও রয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ অস্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাত্রলীগ নিয়োগ-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত নয়, কাউকে চাপ দেওয়ার অভিযোগও সঠিক নয়।

আইন অনুযায়ী, যেকোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভার অনুমোদন লাগবে। কিন্তু পদোন্নতি ও অস্থায়ী নিয়োগের জন্য এসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, উপ-নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ক্যাম্পাস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও গত শনিবার দাপ্তরিক কাজ করেছেন উপাচার্য। এ ধরনের নিয়োগ খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও আইন অনুষদের ডিন সরকার আলী আকবাস *প্রথম আলোকে* এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

দুই উপাচার্যের শেষ কর্মদিবসেও নিয়োগ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতি বা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু কাউকে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। তিনি আরও জানান, সব শেষ সিন্ডিকেট সভা হয়েছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু সভার পর কীভাবে পদোন্নতিসহ স্থায়ী এবং অস্থায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে জানেন না তিনি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. রহিমুজ্জামান *প্রথম আলোকে* জানান, কর্মচারীদের পদোন্নতি ও অস্থায়ী নিয়োগ লাভ করা ব্যক্তিদের নিয়োগ স্থগিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেদকের অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেননি রেজিস্ট্রার।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, বিদায়ী উপাচার্য এম আব্দুস সোবহান তাঁর মেয়াদের শেষ দিনেও গত সোমবার বিশেষ ক্ষমতাবলে দুই শিক্ষককে অস্থায়ী নিয়োগ দিয়ে গেছেন। গতকাল মঙ্গলবারও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখার (শিক্ষক ইউনিট) এক কর্মকর্তা জানান, গত সোমবার বিকেলে চারুকলা বিভাগে একজন এবং রহমতুল্লাহ হলে আবাসিক শিক্ষিকা পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ নিয়ে চার বছরে প্রায় সাড়ে তিন শ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

বিদায়ী উপাচার্য আব্দুস সোবহানের মেয়াদকালে গত চার বছরে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ২০ ফেব্রুয়ারির সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষক ও কর্মকর্তার পাশাপাশি ১৮৫ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। অনুমোদনের মুখে গত শনিবারও অস্থায়ী ভিত্তিতে আরও ২৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হচ্ছে।

স্থানীয় চাকরিপ্রত্যাশীদের বিক্ষোভে গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গেটে বাস চলাচল করেনি। স্থানীয় ২৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সাত্তার এবং সাবেক সভাপতি আনন্দ কুমারের নেতৃত্বে এলাকাবাসী সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা ফটকে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। বেলা দুইটা পর্যন্ত তাঁরা ফটক বন্ধ করে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ করেন। এরপর রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ বন্ধ হয়। আজ বুধবারও বিক্ষোভ করার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

নিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এম এ বারী বলেন, নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়গুলো উপাচার্যের হাতে ছিল। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন প্রশাসনিক শূন্যতা বিরাজ করছে। তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না।

গত সোমবার উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষের মেয়াদ শেষ হয়েছে।